নৈশ বিদ্যালয়

- নবম ও দশম শ্রেণির পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে তোমরা নৈশ বিদ্যালয় সম্পর্কে জেনেছ। শিক্ষাবঞ্চিত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এই বিদ্যালয় বিষয়ে তোমরা আরো যা জানতে পারো–

ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল

১৬ মে, ২০২৫ ০৯:৩৮

শেয়ার

অ +

অ -

সিলেটের ভোলানন্দ নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়। ছবি : সংগৃহীত

নৈশ বিদ্যালয়ে সন্ধ্যা বা রাতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জীবিকার তাগিদে যাঁরা দিনে কাজ করেন, তাঁদের ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এই স্কুল। এটি এক ধরনের কমিউনিটি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়।

নৈশ বিদ্যালয়ের ধারণাটি শহুরে ও শিল্পাঞ্চলভিত্তিক সমাজের।

১৮০০ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব চলাকালীন ইউরোপে নৈশ বিদ্যালয়ের ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। খ্রিস্টান মিশনারি ও সমাজ সংস্কারকরা এ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানিতে প্রাথমিকভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৮৫৬ সালে বোস্টন স্কুল কমিটি বোস্টন, ম্যাসাচুসেটসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশে নৈশ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে স্বাধীনতার পরপরই। শিক্ষাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালু করে বাংলাদেশ সরকার। প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ বিদ্যালয়গুলো চালু হয়। তবে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলেও এ অঞ্চলে নৈশ বিদ্যালয় ছিল।

১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে এ অঞ্চলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনো নৈশ বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও এনজিও ও সামাজিক সংগঠনগুলো নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এই বিদ্যালয়গুলোর মূল কার্যক্রম।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে নৈশ শিক্ষা কার্যক্রম।

কামরাঙ্গীরচর ও মিরপুর এলাকায় বেশ কিছু নৈশ বিদ্যালয় রয়েছে। সিলেটের ভোলানন্দ নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়, ব্র্যাক ও অন্য কিছু এনজিওর উদ্যোগে পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়গুলোও জনপ্রিয়। তবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ নৈশ

বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ভবন বা কক্ষ নেই।

অন্য বিদ্যালয়ের ভবন বা কক্ষ ব্যবহার করে এ বিদ্যালয় পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া শিক্ষকদের অভাব, শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, পাঠ্যবই বা অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণের অভাব, শিক্ষার মানের অভাব, পরীক্ষার নিয়ম-নীতির অনিয়ম, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের অভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২০ সালের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে মোট ১১৪৭টি নৈশ বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৮২৭টি সরকারি ও ৩২০টি বেসরকারি।